দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষাজীবন হউক বৈষম্যহীন

কেমন শিক্ষা চাই। এই প্রশ্নে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তাগণ একমুখী এবং বৈষম্যহীন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার কথাও বলেন কোনো কোনো বক্তা। উক্ত আলোচনা সভায় প্রত্যাশিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যা যা বলা হইয়াছে, তাহার সবই যে সমর্থনযোগ্য, তাহা হয়তো নয়। তবে সমতাপূর্ণ এবং একমুখী শিক্ষার যে দাবি, তাহার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে দেশে বিরাজমান শিক্ষা পরিস্থিতির ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে প্রাকস্কুল পর্যায় হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চালু রহিয়াছে অনেক প্রকার ও প্রকরণের শিক্ষা। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্লাস ওয়ান হইতে ফাইভ পর্যন্ত টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলিই কেবল পড়ান হয়। কিন্তু কিন্ডারগার্টেনসমূহের বই আলাদা। বোর্ডের বই পড়ান হইলেও প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন তাহাদের নিজেদের মত করিয়া শিক্ষার্থীদের কাঁধে বাড়তি অনেক বইয়ের বোঝা চাপাইয়া দেয়। আবার আছে ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল। সেসব স্কুলের পাঠ্যসূচী একেবারেই আলাদা। অন্যদিকে আছে মাদরাসা লাইনের প্রাইমারী যাহার পারিভাষিক নাম এবতেদায়ী। কওমি মাদরাসাগুলিরও আছে আলাদা প্রাইমারী সেকশন। দেশে কোনো কোনো এলাকায় কোনো কোনো এনজিও নিজেরা প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করে। সেসব স্কুলের পাঠ্যসূচিও সরকারী প্রাইমারীর মত নয়।

প্রাইমারী স্তরের পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও চালু আছে নানা ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি। এখানকার আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যসূচি অতীতের মত নয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হইয়াছে কিছুটা হইলেও। মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরও এখন বাংলা, ইংরেজি, অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান- এইসব পড়িতে হয়। তারপরেও মাদরাসা শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য রহিয়াছে আলাদা বোর্ড। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেসবের পাঠ্যসূচি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাবোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে না। সেসবের বেশিরভাগই চলিয়া থাকে বিদেশী কোনো প্রতিষ্ঠানের এফিলেশন নিয়া। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাংলাদেশের।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে শিক্ষাজীবনের ভিত্তিস্তর হিসাবে চিহ্নিত করা মোটেও অযৌক্তিক নয়। এ স্তরে নানাধরনের শিক্ষা চালু থাকার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েদের একেকজন একেক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বড় হয়। তাহাদের জানাশোনা এবং জীবনদৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি হইয়া যায় ব্যবধান, যাহা শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে নানাভাবে নেতিবাচক অভিঘাত সঞ্চারিত করে। জাতীয় জীবনে এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়া সংগোপনে উপ্ত হইয়া যায় বিরোধ বিসম্বাদের বীজ। পদে পদে দেখা দেয় চিন্তার বিরোধ এবং সমন্বয়হীনতা। বৈষম্য কিংবা বৈষম্যের বোধও জন্ম নেয় ইহা হইতে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই যে পরিস্থিতি ইহাকে সুশৃংখল শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যায় না। প্রসঙ্গত এখানে বলা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষাপদ্ধতির বহুমুখিতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা না গেলেও ভিত্তিস্তরে সেরকমটি বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে শিক্ষাজীবনের ভিত্তিস্তর হিসাবে চিহ্নিত করা মোটেও অযৌক্তিক নয়। এ স্তরে নানাধরনের শিক্ষা চালু থাকার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েদের একেকজন একেক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বড় হয়। তাহাদের জানাশোনা এবং জীবনদৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি হইয়া যায় ব্যবধান, যাহা শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে নানাভাবে নেতিবাচক অভিঘাত সঞ্চারিত করে। জাতীয় জীবনে এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়া সংগোপনে উপ্ত হইয়া যায় বিরোধ বিসম্বাদের বীজ। পদে পদে দেখা দেয় চিন্তার বিরোধ এবং সমন্বয়হীনতা। বৈষম্য কিংবা বৈষম্যের বোধও জন্ম নেয় ইহা হইতে। এ সমস্যাটি আমাদের সমাজে যে বেশ প্রবলভাবেই বিদ্যমান ছিল এবং আছে, তাহা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই আশা করি স্বীকার করিবেন।

পাঠ্যক্রম এবং পদ্ধতিগত রকমফের ছাড়াও আমাদের দেশে বিরাজমান রহিয়াছে বৈষম্যের আরো নানা সূত্র। ভাল স্কুল ও মন্দ স্কুলের প্রভেদতো আছেই; শহর ও গ্রামের শিক্ষার মান, প্রাপ্ত সুযোগ ও মর্যাদার মধ্যেও ভেদরেখা টানিবার প্রবণতা ইতিমধ্যেই তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চাতে কিছু যৌক্তিক কারণও হয়তো রহিয়াছে। তথাকথিত ভাল স্কুল ও মন্দ স্কুলের প্রভেদ আমাদের নাগরিক সমাজের মনে কী প্রবল প্রভাব রাখিয়া যাইতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ আঁচ করিতে পারা যায় বছরের শুরুতে ভর্তি পরীক্ষার সময়। শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নের বেলায়ও অনেক সময় অবচেতনভাবেই কাজ করিয়া থাকে সেই প্রভাব। অন্যদিকে, যাহারা ভাল স্কুলে ভর্তি হইতে পারিল না, তাহাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ কাজ করাও অস্বাভাবিক নয়। এভাবে শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভিককালে শিক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশের মনে হীনমন্যতার বীজ অলক্ষে বপন করিয়া দেয় যে শিক্ষাব্যবস্থা, তাহাকে একটি ভাল ব্যবস্থা বলা যাইবে কি প্রকারে!

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এখন আসিয়া গিয়াছে বৈষম্য। বেসরকারীখাতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান লইয়া প্রশ্ন আছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা একইমানের শিক্ষা পায় না। এগুলি গুরুতর সমস্যা।

মোটকথা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে যে পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, তাহাকে আর যাহাইহোক সমন্বিত এবং সুশৃংখল বলিবার সুযোগ নাই। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে শিক্ষা হওয়া উচিত একই পাঠ্যসূচীভুক্ত এবং মানসম্মত। পাঠ্যক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে থাকা দরকার সমন্বয়। অন্ততঃ শিক্ষাজীবনের ভিত্তিস্তরে বৈষম্য মোটেও প্রত্যাশিত হইতে পারে না। এ সমস্যার কার্যকারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত কর্তব্য।